সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)

আইপিএম কিঃ

আইপিএম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো একাধিক ব্যবস্থাপনা/নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ফসলের বালাই সমস্যার সমাধান করা। আইপিএম কোন প্রযুক্তি নয়। এটি কৃষি পরিবেশ ব্যবস্থাপনার একটি ধারণা। অর্থাৎ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলতে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রেখে এক বা একাধিক ব্যবস্থাপনা (জৈবিক ব্যবস্থাপনা, বালাই সহনশীল জাতের চাষ, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার, যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিশেষে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা) গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগবালাইকে অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমার নিচে রাখাকে বোঝায়। আইপিএম শুধু পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়েই কাজ করে না, এটি বীজ নির্বাচন থেকে শুরু করে বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত শস্য উৎপাদনের সামগ্রিক পদ্ধতি। আইপিএম একটি ধারণা যার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে বিশ্বে প্রধান প্রধান ফসলের রোগ, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে শুধু বালাইনাশকের ওপর নির্ভর না করে অন্যান্য পদ্ধতির ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, আইপিএম হলো কৃষকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ফসলের আপদ বা বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলোর সঠিক নির্বাচন, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন।

আইপিএম এর উদ্দেশ্যঃ

- সুস্থ-সবল ফসল উৎপাদন
- উপকারী পোকামাকড় সংরক্ষণ
- কৃষককে বালাই সহনশীল জাতের চাষে উৎসাহ প্রদান
- বালাইনাশকের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা
- দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা
- আর্থিক অপচয় রোধ করে আয় বাড়ানো
- ফসলের ফলন বাড়ানো

প্রকল্পের আওতায় আইপিএম কার্যক্রমঃ

- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও গাইডলাইন পর্যালোচনা
- প্রশিক্ষণ মডিউল ও ফ্লিপ চার্ট তৈরী এবং সহায়তা
- সচেতনতা সৃষ্টি (ছবি নাটক, পোস্টার, লিফলেট, দলীয় আলোচনা এবং মাঠ দিবস পালন)
- উদ্ভিদ ও মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দলীয় আলোচনা ও প্রদর্শনী
- আইপিএম এর ধারণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ
- কীটনাশক ব্যবস্থাপনায় প্রদর্শনী প্লট তৈরী
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপনে সমন্বয় সভা করা
- বিকল্প জীবিকা সহায়তা
- পরিবীক্ষণ ও নথিভূক্তকরণ

উপকারিতাঃ

- ফসলের জৈব বালাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
- কীটনাশকের প্রভাব ও ভয়াবহতা বিষয়ক সচেতনতা বাড়বে
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মুক্ত ফসল উৎপাদনে আগ্রহ বাড়বে
- ফসল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
- উদ্ভিদ ও মাটির পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হবে
- কৃষি বিষয়ক সেবা/পরিসেবা বৃদ্ধি পাবে
- পরিবেশ রক্ষা ও ভারসাম্য বজায় রাখবে

উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-১ (সিইআইপি-১)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
বাস্তবায়ন সহযোগী ঃ সুশীলন

সুশীলন
Shushilan

সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন কিঃ

সামাজিক বনায়ন ধারণাটি বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত। বিগত দুই দশকে অধিকাংশ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সামাজিক বনায়ন বলতে এমন এক কর্মসূচি বুঝায় যে কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত এবং জনগণই যার উৎপাদিত দ্রব্যের সুফল ভোগ করতে পারেন। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কমিউনিটি বনায়ন, পল্লী বনায়ন, অংশগ্রহণমূলক বনায়ন, আত্মনির্ভর বনায়ন, কৃষি বনায়ন, স্থানীয় কমিউনিটি উন্নয়ন ইত্যাদি নামেও পরিচিত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, "সামাজিক বনায়ন হলো এমন বন ব্যবস্থাপনা বা কর্মকাণ্ড যার সাথে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর মাধ্যমে উপকারভোগী জনগণ জ্বালানী, খাদ্য, পশুখাদ্য ও জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেয়ে থাকে।" ব্যাপক অর্থে সামাজিক বনায়নকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয় সামাজিক বনায়ন হলো "জনমুখী বনায়ন"। অন্যভাবে বলা যায় "জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য বনায়ন"।

সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্যঃ

সামাজিক বনায়নের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, পল্লীর জনসাধারণের নিকট জ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী, আসবাবপত্র ও মূলধনের চাহিদা পূরণ করা। অপরদিকে এই কর্মসূচি ক্ষয়িষ্ণু বনজ সম্পদ রক্ষা ও গাছপালার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে।

- স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণকে বৃক্ষশূন্য বনভূমিতে বনায়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে কাঠ, জ্বালানী, খাদ্য ও পশুখাদ্যের চাহিদা নিরসন করা।
- ক্ষয়িষ্ণু বন সম্পদ ও গাছপালা রক্ষায় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা।
- জনসাধারণের কাঠ ও কাঠ জাতীয় দ্রব্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বৃক্ষকুঞ্জ সৃষ্টি করে ব্যক্তি পর্যায়ে উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়তাকারী অর্থকরী ফসল উৎপাদন করা।
- কুটির শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের লক্ষ্যে বসতবাড়ী ও খামার পর্যায়ে বিবিধ গাছপালা উৎপাদন করা।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা
- সংযোগ সড়ক, সওজ, রেল লাইন, খালের পার্শ্বে এবং বাঁধের ঢালে জ্বালানী কাঠ এবং কাঠ উৎপাদন করে এ ধরণের প্রজাতির বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ভূমির সর্বাধিক ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- খালের ধারে, পুকুরের পাড়ে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত স্থান এবং খোলা জমিতে গাছ লাগানোর মাধ্যমে সবুজায়ন করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করা।

প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রমঃ

- ৪০/২ এবং ৪১/১ পোল্ডারে ১.৫ লক্ষ চারা রোপনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা রয়েছে। যার সাথে প্রায় ৭৫০ জন স্থানীয় উপকারভোগী সংশ্লিষ্ট থাকবে।
- ভূমির মালিকানা চিহ্নিত করা
- উপকারভোগী চিহ্নিত করা
- সচেতনতা সৃষ্টি (দলীয় আলোচনা, ছবি নাটক, পোস্টার, লিফলেট)
- প্রযুক্তিগত সহায়তা/প্রশিক্ষণ
- বিকল্প জীবিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- সামাজিক বনায়ন দলের সাথে মাসিক আলোচনা সভা করা
- সামাজিক বন বিভাগের সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপনে সমন্বয় সভা করা
- অংশগ্রহণমূলক বনায়ন কার্যক্রম

উপকারিতাঃ

- বেড়িবাঁধ টেকসই ও মজবুত হবে এবং দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পাবে
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র নিরসন
- নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি
- নার্সারী সৃজন ও প্রশিক্ষণ
- মরুময়তা রোধ
- বনজ সম্পদ সৃষ্টি
- প্রান্তিক ও পতিত ভূমি বনায়ন
- পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব
- আর্থিক সুবিধা লাভ

উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-১ (সিইআইপি-১)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
বাস্তবায়ন সহযোগী ঃ সুশীলন

সুশীলন
Shushilan

পানি ব্যবস্থাপনা দল

পানি ব্যবস্থাপনা দল কিঃ

পানি ব্যবস্থাপনা দল বলতে বোঝায় যে দলের সদস্যরা পোল্ডারের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক সকল উৎসের পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করবে। প্রকল্প এলাকার অন্তঃর্গত চাষী, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী, মাঝি, ভূমিহীন, দুঃস্থ এবং প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যারা প্রকল্প দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত তারা পানি ব্যবস্থাপনা দল এর সদস্য হবে। মূলত পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনায়" পানি সম্পদ প্রকল্প, উপ-প্রকল্প বা স্কীম চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা, নকশা (Design) বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে। দল ভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা একটি স্থানীয় সমন্বিত উদ্যোগ, যার লক্ষ্য টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানি ব্যবহারে সকলের দায়িত্ব, অধিকার ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। দল ভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হলো এলাকা উপযোগী ফসলের বহুমুখীকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি, যা আয় বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। পানি ব্যবস্থাপনা দল কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা, উন্নত কৃষিজ ও কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয় করবে। অধিকতর উৎপাদনের পাশাপাশি বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন, কৃষি-শ্রমিকদের কাজের সুযোগ তৈরি এবং নারীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করবে।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্দেশ্যঃ

- কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা দলকে শক্তিশালী করা
- পোল্ডার অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- ফসলের নিবিড়তা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা
- অধিক ফসল উৎপাদন
- পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো টেকসইকরণ
- কৃষিশ্রমিক এবং নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ ও কাজের সম্পর্ক স্থাপন

প্রকল্পের আওতায় পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ

- পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন এবং উপকারভোগীর তালিকা তৈরী
- পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন তৈরী
- জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সভা/আলোচনা
- পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন বিষয়ক উঠান বৈঠক
- পানি ব্যবস্থাপনা দলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান
- সচেতনতা সৃষ্টি (ছবি, নাটক, পোস্টার, লিফলেট ও আলোচনা সভা)
- বিকল্প জীবিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্লুইস গেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা
- খাল, ড্রেনেজ এবং ড্রেনেজ চ্যানেল ব্যবস্থাপনা
- বেড়িবাঁধ ব্যবস্থাপনা
- অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর
- অংশগ্রহণমূলক নিয়মিত পরিবীক্ষণ (বাঁধ, বনায়ন, স্লুইস গেট, ড্রেনেজ এবং ড্রেনেজ চ্যানেল)
- স্কিম পরিকল্পনা করা ও বাস্তবায়ন

উপকারিতাঃ

- প্রকল্প এলাকার স্লুইস গেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা টেকসই হবে
- খাল, ড্রেনেজ এবং ড্রেনেজ চ্যানেল ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত হবে
- সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়বে
- কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা টেকসই হবে
- অধিক ফসল উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে

উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-১ (সিইআইপি-১)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
বাস্তবায়ন সহযোগী ঃ সুশীলন

সুশীলন
Shushilan